

প্রিয় শ্রী কালামি,

রবীন্দ্রনাথের স্বপক্ষে কথা বললে, সেকথার গুরুত্ব যাচাই না করেই বক্তার পিঠে রবীন্দ্রভক্তের তকমা ঐটে দেওয়ার রীতি চলে আসে। আর ইসলামি নামের ভুল বানান একমাত্র রবীন্দ্রভক্তরাই লিখতে পারেন, এরকম ধারণাও অচলিত নয় (**Saad Kamali** [Not "Sada Kamali"; this is for one devout Rabindra defender who could not write my name correctly, as expected :)] অর্থ ভুল বুঝলে ক্ষমা প্রার্থনীয়।

সে যাই হোক, এপার বাংলার ‘অসাম্প্রদায়িক’ ও ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ সদস্য হিসাবে আপনার লেখাটি পড়া গেল। ড. পালের কেমন লাগল তা তিনিই জানেন, তবে পশ্চিমবঙ্গীয় বিনয়ের সাথে জানাই আমার কিছু খটকা লেগেছে। আমার মনে হয়েছে, দুটি প্রবন্ধে একই বিষয় নিয়ে আপনি দুরকম কথা বলেছে। যেহেতু ‘অন্য রবীন্দ্রনাথ’ পূর্ববর্তী রচনা ও ‘যবনের জীবন যাপন’ ইত্যাদি পরবর্তী তাই প্রথমটির কথাই আগে বলছি।

যেমন ‘অন্য রবীন্দ্রনাথ’-এ যে কোটগুলি ব্যবহার করে আপনি রবীন্দ্রনাথকে ইসলাম-দরদী প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, তারই কতগুলির সাহায্যে আপনি ‘যবনের জীবন যাপন’-এ বলেন রবীন্দ্রনাথ ইসলামকে ঘৃণা করেন। মাপ করুন, আমি আপনার বক্তব্য বুঝতে অপারগ হলাম। জমিদার রবীন্দ্রনাথের ‘অপকীর্তি’র বিরুদ্ধে একটি তৎকালীন গ্রাম্য ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সংবাদকে ধ্রুব সত্য ধরে আপনি তার বিরোধিতা করলেন, অথচ আপনি নিজেই জমিদার রবীন্দ্রনাথের সাফাই গেয়েছেন আগের প্রবন্ধে। এরকম অজস্র উদ্ধৃতি দেওয়া যায়, যাতে আপনার লেখনী-চরিত্রের দ্বিরাপ প্রকাশিত হয়েছে। আপনি নিজেকে সাহিত্যের এক মহৎ জনকের সত্য সমালোচক মনে করছেন। অথচ আপনার লেখা পড়ে মনে হল না, আপনি কেন বিরোধিতা করবেন বা কেনই বা সমর্থন করবেন তা সম্পর্কে আপনার সুনির্দিষ্ট নীতি রয়েছে। হয়তো আপনার ধারণা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দারা একমাত্র রবীন্দ্র-বন্দনাই পছন্দ করেন।

উপরোক্ত আপনি রবীন্দ্র-বন্দনায় এপারের ঘোর ভক্তদের ছাড়িয়ে গেলেও আমি খুশি হতে পারলাম না। কারণ, আমি আপনাকে যে একগুচ্ছ

প্রশ্ন করেছিলাম তার উত্তর এতে নেই। বরং নিজের যুক্তি নিজেই খন্ডন করে আপনি যেন নিজের সাথে তর্কে মেতেছেন।

তাই বলে বিনীত অনুরোধ একথা ভেবে বসবেন না অর্গব দত্ত সাদ কালামি বলতে এক রবীন্দ্র-বিরোধীকে চেনে, যিনি হঠাৎ বিরোধিতা ছেড়ে ভক্ত হয়ে উঠলেন। আমার বক্তব্য আপনি একই উদাহরণ দিয়ে রবীন্দ্র বিরোধিতা ও প্রশংসা করেছেন বলেই আমার খটকা। আমি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যা জানি তার তথ্যের ভুল থাকতেই পারে, অস্বীকার করি না। সে ভুল ধরা পড়তে পারে আপনার তথ্যে, কিন্তু ভুল ধরানোর বদলে বিভ্রান্তি বাড়ানো কথায় সুসমালোচনা হয় না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একসময় আব্দুলের মতই অন্ধ বিরোধী ছিলেন, কিন্তু অন্ধত্ব ত্যাগ করে যখন তিনি রবীন্দ্রনাথের ভুলভ্রান্তিগুলো ধরিয়ে, তাঁর মহৎ জায়গাগুলির প্রশংসা করলেন তখন বাংলাদেশের পাঠকবর্গ তাঁকে রবীন্দ্রভক্ত বলে গাল পাড়লেন। একই অবস্থা বুদ্ধদেব বসুরও হল। অথচ কেউ একথা কেউ বিবেচনা করলেন না কোন ক্ষেত্রে তাঁরা বিরোধী ও কোনক্ষেত্রে গুণগ্রাহী। (একটি বাংলাদেশি গ্রুপের সদস্য ছিলাম, যেখানে যুক্তির নাম তুললেই তারা বাপ তুলে গাল পাড়তে লাগত।)

মুসলিম মৌলবাদীদের রবীন্দ্রবিরোধিতা আমি ধর্তব্যের মধ্যে আনি না। যেমন কোনদিন বিজেপির নজরুল-বিরোধিতাকে আনিনি। কারণ সাহিত্য ধর্মহীন। কলকাতায় চার্চে যিশু বন্দনায় ব্রহ্মসঙ্গীত ব্যবহৃত হয়। এইটিই প্রমাণ।

ভালো থাকুন

অর্গব দত্ত

আশ্বিন, ১৪১২